সমকাল

তারিখ 25 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

উচ্চ মাধ্যমিকের ফল

এক-তৃতীয়াংশ কেন অসফল?

আমরা সংবাদপত্র ও টেলিভিশনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া, বিশেষ করে জিপিএ ৫ পাওয়া ছেলেমেয়েদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখেছি, আনন্দ-উল্লাস দেখেছি; যা আমাদেরও উদ্বেলিত করেছে। আমরা আট শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কৃতকার্য হওয়া আট লাখ শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানাই।

এবার গড় পাসের হার ৬৮.৯১ শতাংশ। এর মানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী পাস করতে পারল না। এর মধ্যে কুমিল্লা বোর্ডে অকৃতকার্য সেখানের মোট পরীক্ষার্থীর অর্ধেকের বেশি। সব মিলিয়ে তিন লাখ ৭১ হাজার শিক্ষার্থীর চোখে জল। তাদের যন্ত্রণা-হতাশা স্পর্শ করেছে বাবা-মা-অভিভাবকদের, স্বজনদের। ওরা কী করবে এখন? এটা জানা যে, অনেকে নতুন করে পরীক্ষা দিতে পারবে না। অনেক পরিবারের পক্ষে অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। ফলে অন্ধকারে হারিয়ে যাবে অনেক তরুণের স্বপ্ন। প্রশ্ন হচ্ছে, অকৃতকার্য হওয়ার দায় কি কেবল এসব শিক্ষার্থীর? সব শিক্ষার্থী পড়াশোনায় অবহেলা করেছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এককভাবে দায় শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো যায় না। শিক্ষা সুযোগের বৈষম্য, পরীক্ষা ও খাতা দেখা নিয়ে নিত্যনতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিপর্যয়ের পেছনে কাজ করেছে। এবাবের ফল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ইংরেজিতে খারাপ করা। ইংরেজি পাঠদান পদ্ধতি ও শিক্ষকের অভাব দুই-ই বহুল আলোচিত। ঢাকা মহানগরের ছেলেমেয়েরা ভালো করার কারণও কারও অবোধগম্য নয়। এখানে যে শিক্ষা সুযোগ আছে– তা দেশের অন্য স্থানে নেই। আমাদের কথা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের পর যারা দুই বছর নিয়মিত ক্লাস করেছে, পরীক্ষা দিয়েছে; অকৃতকার্য হওয়া তাদের প্রাপ্য হতে পারে না। যাতে সব শিক্ষার্থী পাস করতে পারে – সে লক্ষ্য পূরণে শিক্ষা সহায়তা দেওয়া উচিত।

যারা পাস করেছেন তাদের সামনে ভর্তিযুদ্ধ। সবার লক্ষ্য ভালো বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজে ভর্তি হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গ্রুপভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে এক ধরনের সমাধানে পৌঁছেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যার বিজ্ঞান পড়ার ইচ্ছা, তাকে বাণিজ্যে; আর যার বাণিজ্য পড়ার ইচ্ছা, তাকে হয়তো মানবিকে ভর্তি হতে হচ্ছে। কর্মজীবনেও এমন বৈপরীত্য লক্ষণীয়। রসায়নে পাস করে ব্যাংকে চাকরি করতে হচ্ছে। বাণিজ্যে পড়ে পুলিশ বা প্রশাসনে ঢুকতে হচ্ছে। এটি মানবসম্পদ উন্নয়নের সঠিক ধারা নয়। কাজের চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পিত শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি জরুরি বলে আমরা মনে করি।

প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর